



45545 - কটে রোজা রেখে এমন কোন দেশে সফর করল যখনে রমজান বলিম্বে শুরু হয়েছে এ ক্ষেত্রে
ঐ ব্যক্তিকে কি ৩১ দিন রোজা রাখতে হবে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যদি আমি এক দেশে রোজা পালন শুরু করে রমজান মাসের মধ্যে অন্য কোন দেশে ভ্রমণ করি যখনে রমজান
একদিন পরে শুরু হয়েছে, মাসের শেষে দিকে সে দেশবাসী যখন ৩০ তম রোজা পালন করছে তখন কি আমি তাদের সাথে রোজা
রাখব; এতে তো আমার ৩১টি রোজা পালন হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যদকোনব্যক্তিরমজানরে প্রথম রোজা যে দেশে রেখেছে সে দেশ থেকে এমন কোন
দেশে সফর করে যখনে ঈদুলফতির বলিম্বে হয় তাহলে সে ব্যক্তি রোজা পালন চালিয়ে যাবে তদিনা সবে দেশবাসী ঈদ উদযাপন না
করে। শাইখ বনি বায় রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

আমি পূর্ব এশিয়ার অধিবাসী। আমাদের দেশে হজিরামাস সৌদি আরবের একদিন পর শুরু হয়। রমজান মাসে আমি দেশে যাব।
আমি যদি সৌদি আরবে সিয়াম পালন শুরু করি এবং আমার দেশে গিয়ে শেষে করি, তাহলে আমার ৩১ দিন রোজা পালন করা
হবে। এভাবে আমার সিয়াম পালনরে হুকুম কি? আমি কতটি রোজা রাখব?

তনি উত্তরে বলেন-

“আপনি যদি সৌদি আরব বা অন্য কোন দেশে সিয়াম পালন শুরু করেন এবং নিজের দেশে গিয়ে বাকটি পালন করেন তাহলে
আপনার দেশের লোকদের সাথে সিয়াম ভঙ্গ করবেন তথা ঈদ উদযাপন করবেন; যদিও বা তা ৩০ দিনের বেশি হয়। কারণ নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

(الصوم يوم متصومون، والفطر يوم متفطرون)

“রোজাহলসদিনেদনিতোমরা (সকলে) রোজাপালনকর, আরঈদুলফতিরহলসদিনেদনিতোমরা (সকলে) ইফতার(রোজা ভঙ্গ)
কর।”কিন্তুআপনিযদিতিরতগিয়ে ২৯ দিনেরকমরোজাপালনকরেন, তাহলেআপনাকপেরবর্তীতে ১টি



রোজাকায়াদায়করনেতিহেবে। কারণরমজানমাস২৯দনিরেকমহতপোরনো।” সমাপ্ত[মাজমূফাতাওয়াশ-শাইখইবনে বায
(১৫/১৫৫)]

শাইখ মুহাম্মাদ সালহে আল উছাইমীন রাহমিহুল্লাহ এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল:

যদি কোন ব্যক্তি এক মুসলিম দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করে যে দেশে মুসলমানরা প্রথম দেশে একদিন পরে রমজান শুরু করেছে সে ব্যক্তি সদেশে লোকদের সাথে রোজা রাখতে গিয়ে তার ৩০টির বেশি রোজা হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে হুকুম কী? অনুরূপভাবে এ অবস্থার বিপরীত অবস্থার হুকুম কী?

তিনি উত্তরে বলেন :

“যদি কেউ এক মুসলিম দেশ থেকে অন্য মুসলিম দেশে ভ্রমণ করে এবং সেই দেশে রমজান পরে শুরু হয়, তবে তিনি ঐ দেশে লোক রোসিয়ামনা-ছাড়া পর্যন্ত সিয়াম পালন করবেন। কারণ রোজা হল সদিন, যদিন লোক রোসিয়াম পালন করে; আর ঈদুল ফতির হল সদিন, যদিন লোক রোজা ছাড়ে দেয়। আর ঈদুল আযহা হল সদিন, যদিন লোক রোপশুবহে করে। তাকে এভাবে রোজা পালন করতে হবে; যদি ও বা এজন্য তাকে একদিন বা এর বেশি দিন সিয়াম পালন করতে হয়। এটাই হৈমাসয়ালার অনুরূপ যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন দেশে ভ্রমণ করবে যখন সূর্যাস্ত দরীত হয়, তবে সে ব্যক্তি সূর্যাস্ত না যাওয়া পর্যন্ত রোজা পালন করতে হবে। যদি ও বা এর ফলে রোজা পালন স্বাভাবিক দিনে রেখে দেই, তিন বা ততোধিক ঘণ্টা বলিম্বতি হয়। এছাড়া এ কারণে তাকে বেশি দিন রোজা থাকতে হবে যেহেতু সর্ব্বতীয় যে দেশে ভ্রমণ করেছে সেখান (শাওয়াল মাসের) নতুন চাঁদ দেখা যায়নি। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চাঁদ দেখে রোজা রাখতে ও চাঁদ দেখে রোজা ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বিলছেন:

(صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ধর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছাড়।”

আর বিপরীত অবস্থা হচ্ছে- কোন ব্যক্তি এক দেশ থেকে অন্য এক দেশে ভ্রমণ করে যেখানে রমজান মাস প্রথম দেশে তুলনায় আগে শুরু হয়েছে, তবে তিনি তাদের সাথেই রোজা পালন ছাড়ে দেন এবং যে কয়দিনের রোজা বাদ পড়ছে সে রোজাগুলো পরে কাযা আদায় করে নেন। যদি একদিন বাদ পড়ে তবে একদিনের রোজা কাযা করবেন। যদি দুই দিনের বাদ পড়ে তবে দুই দিনের কাযা করবেন। তিনি ২৮ দিন পর রোজা ছাড়লে দুই দিনের রোজা কাযা আদায় করবেন। যদি উভয় দেশে মাস ৩০ দিনে শেষ হয়, আর এক দিনের কাযা করবেন যদি উভয় দেশে বা যে কোন এক দেশে ২৯ দিনে মাস শেষ হয়।” [মাজমূফাতাওয়া আশ-শাইখইবনে উছাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৪)] তাঁর কাছে আরও জানতে চাওয়া হয়েছিল -

কটে হয়ত বলবে যে, কনে আপন বিলছেন যে প্রথম ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বেশি রোজা পালন করতে হবে এবং দ্বিতীয়



ক্ষত্রে রোযার কাযা পালন করতে হবে?

তিনি উত্তরে বলেন-

“দ্বিতীয় ক্ষত্রে রোযার কাযা রোজা পালন করতে হবে কারণ মাস ২৯ দিনে কম হতে পারে না। আর প্রথম ক্ষত্রে সবে ৩০ দিনে বশে রোজা পালন করবে কারণ তখনও নতুন চাঁদ দেখা যায়নি। প্রথম ক্ষত্রে আমরা তাকে বলব রোজা ছেড়ে দাও যদিও তোমার ২৯ দিন পূরণ হয়নি। কারণ নতুন চাঁদ দেখা গিয়েছে। নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার পর রোজা ছেড়ে দয়া বাধ্যতামূলক। শাওয়াল মাসে প্রথম দিন রোজা পালন করা হারাম। আর কউে যদি ২৯ দিনে কম রোজা পালন করে থাকে তাহলে তাকে ২৯ দিন পূরণ করতে হবে। এটি দ্বিতীয় অবস্থা হতে ভিন্ন। কারণ যে দেশে আসা হয়েছে সেখানে তখন রমজান চলছে; নতুন চাঁদ দেখা যায় নি। যেখানে এখনও রমজান চলছে সেখানে কভিবে রোজা ভঙ্গ করা যেতে পারে? তাই আপনাকে রোজা পালন চালিয়ে যেতে হবে। আর যদি তাতে মাস বড়ে যায়, তাহলে তা দিনে দরৈঘ্য বড়ে যাওয়ার মত।” [মাজমু ‘ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনেউছাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৫)]

আরও জানতে দেখুন (38101) নং প্রশ্নের উত্তর। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।